দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ৬

নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার আলো সত্য-সুন্দরের পথে ছিন্নমূলরা

বাকৃবি সংবাদদাতা

সারাদিন কাজ করে রাতে স্কুল। তাই কাজ করে আয় করা এবং পড়ালেখা দুটোই একসাথে করা যায়। সকাল-বিকাল রিকশা চালিয়ে, হোটেল কিংবা হলের ডাইনিং আর ক্যান্টিনের কাজ শেষে ৫০০ মিটার হেঁটে সন্ধ্যায় বই-খাতা হাতে ছুটে চলা। কর্মজীবী শিশুদের জন্য এটাই পড়ালেখার সিস্টেম। কথাগুলো প্রযোজ্য রফিক, শাহীন, বাবু, শাকিলদের জন্য। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) বিভিন্ন আবাসিক হলের ডাইনিং-ক্যান্টিন বয় ওরা সবাই। শুধু ওরাই নয়, দূরবর্তী চর এলাকার শাকিব, সোহাগদের মত অনেক এতিম খেটে খাওয়া শিশুরাও সপ্তাহে ২-৩ দিন শিক্ষার আলো পাচ্ছে। পেটের দায়ে খেটে খাওয়া এমন অসংখ্য এতিম, অবহেলিত ও সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে বাকৃবি চত্বরে অবস্থিত কে.বি নৈশ বিদ্যালয়। ঝরে পড়া অসংখ্য কোমলমতি শিশুদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার উপকরণ এবং পোশাক দিয়ে সহায়তা করে যাচ্ছে বিদ্যালয়টি। সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, বাকৃবি শিক্ষক সমিতির তত্ত্বাবধায়নে ও শিশু-কিশোর কাউন্সিলের সভাপতির ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন অবহেলিত ঝরে পড়া শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নৈশ বিদ্যালয়টি। কে.বি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটিতে, রাতের বেলা শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা সম্পূর্ণ বিনা খরচে লেখাপড়া করছে। স্কুলটির বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই দিনমজুর বা শ্রমিকের সন্তান। অনেকের মা-বাবা নেই। কেউবা কাজ করে শিক্ষকদের বাসায়। এসব কর্মজীবী শিশুরা সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত এখানে পড়াবনা করে। বিগত ৩ বছর তারা পিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মেধার স্বাক্ষরও রেখেছে। তাই দরিদ্র শিশুদের অভিভাবকদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরাও বিনা খরচে পড়াশুনা মাধ্যমে ওদের আলোর পথ দেখাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। নৈশ বিদ্যালয়টির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. শংকর কুমার রাহা বলেন, নৈশ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করে আসছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি শিশুর অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছে নৈশ বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষক কর্তকর্তাদের মাধ্যমে এসব সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের বিভিন্ন সময় শিক্ষা উপকরণ ও বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছেন তারা। নৈশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র শ্রেষ্ঠ জানান, শিক্ষক সমিতির সহায়তায় তারা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর সংলগ্ন এলাকাগুলোর দারিদ্র্য ও সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার উপকরণ দিয়ে যাচ্ছেন। তবে বিদ্যালয়টিতে বাৎসরিক মাত্র ২০ হাজার টাকা বাজেট থাকায় এসব শিশুর মেধা বিকাশে পর্যাপ্ত উপকরণ তারা সরবরাহ করতে পারেন না। বিদ্যালয়টিতে নেই কোন টিউবওয়েল ও টয়লেটের ব্যবস্থা। এছাড়া শিক্ষকদের বেতন না থাকায় এখানে কেউ শিক্ষকতাও করতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আবু হাদী নূর আলী খান বলেন, বিনা খরচে অবহেলিত ও সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের পড়াশুনায় সর্বদা পাশে আছে শিক্ষক সমিতি। অবহেলিত সেই সব শিশুর পড়াশুনার জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। পথ শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিত্তশালীদের আহ্বান জানান তিনি। উল্লেখ্য, নৈশ বিদ্যালয়টিতে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হয়। ওইসব শিশুদের শিক্ষার আলো দিতে কাজ করে যাচ্ছে মাত্র ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এরা বিভিন্ন কলেজ থেকে অনার্স ও ডিগ্রিকৃত। ওইসব শিক্ষকরা প্রতি মাসে নামমাত্র ৪০০ টাকা বেতন দিয়ে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।